গুয়াহাটি হাইকোর্ট। দিল্লি একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যার নিজস্ব হাইকোর্ট আছে। হাইকোর্টের নীচে ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্তরের নিম্ন আদালত আছে।

১৬.২. ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় বা সুপ্রিমকোর্ট

ভারতের সংবিধানের **পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ১২৪-১৪৭ ধারায় 'কেন্দ্রীয় বিচারবিভাগ' অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।**

■ **গঠন**—সংবিধানের ১২৪(১) ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত। ওই ধারায় বলা হয়েছে প্রধান বিচারপতি এবং সংসদ আইন-প্রণয়ন করে অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি না-করা পর্যন্ত, সুপ্রিমকোর্ট অনধিক ৭জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে। সংসদ ১৯৫৬ সালে আইন-প্রণয়ন করে প্রথমে অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা ১০, পরে ১৯৬০ সালে ১৩ এবং ১৯৭৭ সালে ১৭ করেছিল। ১৯৮৬ সালে আবার এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৫ করা হয়েছে। বর্তমানে তা বলবৎ আছে। ফলে, **বর্তমানে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ২৫জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে গঠিত।**

সুপ্রিমকোর্টে কোনো সময়ে স্থায়ী বিচারপতির সংখ্যার **কোরাম**[২] না-হলে রাষ্ট্রপতির আগাম অনুমতি নিয়ে প্রধান বিচারপতি স্বল্প সময়ের জন্য কোনো হাইকোর্টের বিচারপতিকে সুপ্রিমকোর্টের **অ্যাড হক বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন** (১২৭ ধারা)। একইভাবে তিনি সুপ্রিমকোর্টের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সাময়িকভাবে বিচারপতিরূপে দায়িত্ব পালনের জন্যও অনুরোধ করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি প্রয়োজন (১২৮ ধারা)।

অ্যাড হক বিচারপতি নিয়োগ

■ **বিচারপতি নিয়োগ**—ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। তা ছাড়া, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময় তাঁকে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের সেইসব বিচারপতিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়, যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা তিনি প্রয়োজন বলে মনে করবেন। শীর্ষ আদালতের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ওইসব বিচারপতি ছাড়াও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক [১২৪(২) ধারা]।

গত শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ায় **একটি জনস্বার্থবিষয়ক মামলায় ['গুপ্ত বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' (১৯৮২) যা ফার্স্ট জাজেস কেস নামেও পরিচিত]** এই প্রশ্ন ওঠে যে, সুপ্রিমকোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতির মত প্রাধান্য পাবে কিনা। এই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বলে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনার অর্থ এই নয় যে, তাঁর মতামতই গ্রহণ করতে হবে। **বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের (রাষ্ট্রপতি ও ক্যাবিনেটের) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।**

ফার্স্ট জাজেস কেস (১৯৮২)

কিন্তু ১৯৯৩ সালে আর-একটি জনস্বার্থবিষয়ক মামলায় ['এস. সি. অ্যাডভোকেটস বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' এটি 'সেকেন্ড জাজেস কেস' নামেও অভিহিত।] ভারতের শীর্ষ আদালত সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছে। সুপ্রিমকোর্ট বলেছে, **বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতিই শেষ কথা বলার অধিকারী।** অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির মতানুসারেই সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন। **তবে, প্রধান বিচারপতিকে তাঁর মতামত জানানোর আগে শীর্ষ আদালতের দুজন প্রবীণতম বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।**

সেকেন্ড জাজেস কেস (১৯৯৩)

২. কোরামের অর্থ, কোনো সভা বা সম্মেলনে— এখানে বিচারালয়ে— সিদ্ধান্ত নিতে হলে নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির আবশ্যিকতা।

Scanned with CamScanner

থার্ড জাজেস কেস (১৯৯৮)

১৯৯৮ সালে সংবিধানের ১৪৩(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি উপরোক্ত অভিমত সম্পর্কে শীর্ষ আদালতের পরামর্শ চাইলে সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দেয় (এটি 'থার্ড জাজেস কেস' নামেও উল্লিখিত) যে, কারা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হবেন তা স্থির করা হবে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও চারজন প্রবীণতম বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে।

প্রবীণতম বিচারপতিকেই সাধারণত প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়

সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতিকেই সাধারণত প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। তবে, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় দুবার প্রচলিত এই প্রথা ভঙ্গ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে তিনজন প্রবীণ বিচারপতিকে[৩] টপকে **এ.এন. রায়কে** এবং ১৯৭৬ সালে প্রবীণতম বিচারপতিকে ডিঙিয়ে **এম.ইউ. বেগকে** প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত প্রথা অনুসারেই প্রবীণতম বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। 'সেকেন্ড জাজেস কেস'-এ (১৯৯৩) প্রবীণতম বিচারপতিই প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হবেন বলে সুপ্রিমকোর্ট অভিমত দিয়েছিল।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হতে হলে যোগ্যতাবলি

■ **সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা**—সংবিধানের ১২৪(৩) ধারায় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতাবলির কথা বলা হয়েছে। যেমন, সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হতে হলে একজন ব্যক্তিকে—(ক) ভারতের নাগরিক হতে হবে, (খ) অন্তত পাঁচ বছর একটি হাইকোর্টের বা পর্যায়ক্রমে দুই বা ততোধিক হাইকোর্টের বিচারপতি পদে থাকতে হবে, অথবা (গ) অন্তত দশ বছর একটি হাই-কোর্টের বা পর্যায়ক্রমে দুই বা ততোধিক হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে; অথবা (ঘ) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

তাঁদের কার্যকাল

■ **কার্যকাল—৬৫ বছর** বয়স পর্যন্ত বিচারপতিরা স্বপদে থাকেন। তবে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই কোনো বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। তা ছাড়া, কোনো বিচারপতিকে পদচ্যুতও করা যেতে পারে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি অপসারণের পদ্ধতি

■ **বিচারপতিকে অপসারণ বা পদচ্যুত করার পদ্ধতি। 'প্রমাণিত অসদাচরণ' এবং 'অযোগ্যতার' [১২৪(৪) ধারা] কারণে সংসদের প্রতি কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন।**

এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংল্যান্ডের **'অ্যাক্ট অব সেটলমেন্টে'র** (১৭০১) সময় থেকে প্রচলিত নিয়মের অনুরূপ। ব্রিটেনে সংসদের উভয়কক্ষে কোনো বিচারক সম্পর্কে প্রমাণিত অসদাচরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে, রাজা/রানি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন।[৪]

■ **সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা।** ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬ থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতি প্রতি মাসে ৩৩,০০০ হাজার টাকা ও অন্যান্য বিচারপতি প্রতি মাসে ৩০,০০০ হাজার টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা ও বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসভবন প্রভৃতি পেতেন। অতি সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ষষ্ঠ পে কমিশনের পরে, সুপ্রিমকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির নির্দেশে সুপ্রিমকোর্টের বিচারক অশোক ভান,

৩. বিচারপতি কে.এস. হেগড়ে, এ.এন. গ্রোভার ও জে.এম. সেলাত এই তিনজনকে টপকে।

৪. গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ভি. রামস্বামীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠলেও কংগ্রেস (আই) দল ভোটদানে বিরত থাকায় সেই প্রস্তাব লোকসভায় বিশেষ সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হয়নি। ফলে বিচারপতি রামস্বামীকে পদচ্যুত করা যায়নি।

আলতামাম কবির এবং তামিলনাড়ুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.পি.সাহকে নিয়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ করেছে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পাবেন মাসে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, অন্যান্য বিচারপতিরা ১ লক্ষ টাকা এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরা মাসে ৯০,০০০ টাকা। এই সুপারিশ সম্প্রতি সংসদে অনুমোদিত হয়েছে।

বিচারপতিদের স্বাধীনতার ব্যবস্থা

■ **সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা**—সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা যাতে স্বাধীনভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তার জন্য সংবিধানে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—

(১) বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(২) বিচারপতিদের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল করা হয়নি। যতদিন বিচারপতিরা যোগ্যতার সঙ্গে এবং অসদাচরণ না করে দায়িত্ব পালন করবেন ততদিন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা অবশ্যই ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি তাঁর ইচ্ছামতো বিচারকদের তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে পারবেন না। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে হলে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার কারণে সংসদের উভয়কক্ষে বিশেষ সংখ্যাধিক্যের—সংসদের প্রতি কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ ও উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে—প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

(৪) সংবিধানে বিচারকদের বেতন কত হবে বলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রসঙ্গত বলা হয়েছে যে, বিচারকদের বেতন, ভাতা, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা (পেনশন) প্রভৃতি বিষয় তাঁদের নিয়োগের পর সংসদ এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না যাতে তাঁদের ক্ষতি হয়। শুধু ৩৬০ ধারা প্রয়োগ করে আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে, তা করা যাবে।

(৫) বিচারপতিদের বেতন ও ভাতাসহ আদালতের প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতি সংসদের বার্ষিক অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে না, এগুলি সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়।

(৬) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া সংসদে বা রাজ্য আইনসভায় কোনো বিচারপতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে না।

(৭) সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভারতের কোনো আদালতে ওকালতি করতে পারবেন না। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের সম্পর্কে যে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা হল, যিনি হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি ছিলেন তিনি অন্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট ছাড়া ভারতের কোনো বিচারালয়ে ওকালতি করতে পারবেন না। এবং

(৮) সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট আদালত অবমাননায় অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে পারবে।

১৬.৩. সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার

অভিলেখ আদালত

ভারতের সংবিধানের ১২৯ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুপ্রিমকোর্ট অভিলেখ আদালত (court of record)। নিজের অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাসহ অভিলেখ আদালতের অন্য যেসব ক্ষমতা থাকে তা এই আদালতের আছে।[৫] সমালোচনার

৫. ইংল্যান্ডের আইন থেকে Court of records কথাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না, কেননা, জনস্বার্থে আদালতের কাজকর্মের যুক্তিসংগত সমালোচনা আদালত অবমাননা হিসেবে বিবেচিত হয় না। দেশের সর্বোচ্চ আদালত হওয়ায় আদালতের সব রেকর্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসেবে সুপ্রিমকোর্টে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়।

■ সুপ্রিমকোর্টের চার ধরনের এলাকা বা এক্তিয়ার—ভারতের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের চারটি এলাকা বা এক্তিয়ার রয়েছে। এগুলি হল—**(১) অনন্য মূল এলাকা, (২) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা, (৩) আপিল এলাকা, এবং (৪) পরামর্শদান এলাকা।**

● (১) অনন্য মূল এলাকা—সব যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে দেওয়া থাকে। ভারতের সংবিধানের ১৩১ ধারায় এই দায়িত্ব ভারতের সুপ্রিমকোর্টকে দেওয়া হয়েছে।

বৈধ, অর্থাৎ আইনসংগত, অধিকারের প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোনো বিরোধ যদি (ক) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে, অথবা (খ) একপক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে অপর এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে, অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে, তাহলে সেই বিরোধের বিচার একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা বা এক্তিয়ারেই হতে পারে। ভারতের আর কোনো আদালতের এই ধরনের মামলা গ্রহণ এবং বিচার করার ক্ষমতা নেই। এই কারণে এই এলাকাকে সুপ্রিমকোর্টের অনন্য মূল এলাকা বা অনন্য এক্তিয়ার বলা হয়।

মূল এলাকার বিষয়

মূল এলাকায় এই ধরনের মামলা প্রথম হয়েছিল ১৯৬১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ১৯৫৭ সালের কয়লাখনি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে। সর্বোচ্চ আদালত সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছিল।

○ মূল এলাকার সীমাবদ্ধতা

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীতে (১৯৫৬) সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে যে, সংবিধান চালু হবার আগে যেসব সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ প্রভৃতি সম্পাদিত হয়েছে এবং সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরও কার্যকর রয়েছে, সেইসব সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বিরোধের বিচার সুপ্রিমকোর্ট করতে পারবে না। তা ছাড়া, সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো বিরোধের বিচারই শীর্ষ আদালত করতে পারবে না যদি ওই সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতিতে সুপ্রিমকোর্টের এই ধরনের ক্ষমতা নিষিদ্ধ করে দেওয়া থাকে (১৩১ ধারা)। এগুলি বাদে আর যে-সব মামলা শীর্ষ আদালতের মূল এলাকার মধ্যে পড়বে না, তার কয়েকটি—

(ক) আন্তঃরাজ্য জলসরবরাহ সংক্রান্ত বিরোধ (২৬২ ধারা)।

(খ) অর্থ কমিশনের গঠন সংক্রান্ত বিষয় (২৮০ ধারা)।[৬]

(গ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কিছু ব্যয় ও পেনশনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান (২৯০ ধারা)।

৬. সংবিধানের ২৮০ ধারায় বলা হয়েছে, 'সংবিধান চালু হওয়ার পরে দুই বছরের মধ্যে এবং তারপর প্রতি পাঁচ বছরে, কিংবা রাষ্ট্রপতি মনে করলে তার আগে, রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করবেন যাতে রাষ্ট্রপতির নিযুক্ত একজন সভাপতি এবং চারজন সদস্য থাকবে।

● (২) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা—সংবিধানের ৩২ ধারার **সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার** একটি মৌলিক অধিকার। কারও অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ হলে সে অধিকার রক্ষার জন্য সরাসরি সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে এবং সুপ্রিমকোর্ট **বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার-পৃচ্ছা, ও উৎপ্রেষণ** ধরনের নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারি করে তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যবস্থা করতে পারে। একে **সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি বা আজ্ঞালেখ এলাকা বলা হয়।**

সুপ্রিমকোর্টের এই এলাকা বা এক্তিয়ারকে কেউ-কেউ মূল এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ **দুর্গাদাস বসুর** মতে, এই এক্তিয়ারকে নিঃসন্দেহে মূল এক্তিয়ার বলা যায়, কারণ—এই অধিকারের অর্থ ঃ "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হাইকোর্ট হয়ে আপিলের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টে আসার পরিবর্তে আবেদন করে সরাসরি সুপ্রিমকোর্টে আসার ক্ষমতা।" কিন্তু, তা সত্ত্বেও, **সুপ্রিমকোর্টের এই এক্তিয়ারকে একটা আলাদা এক্তিয়ার বলে গণ্য করতে হবে, "কেন-না এক্ষেত্রে বিরোধ ভারতের কোনো দুই রাজ্যের মধ্যে নয়, বিরোধ একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আর সরকার অথবা তার কোনো সংস্থার মধ্যে।** ১৩১ ধারা অনুসারে এক্তিয়ার আর ৩২ ধারা অনুসারে এক্তিয়ার এক ধরনের এক্তিয়ার নয়।"[৭]

লেখ জারির এক্তিয়ার কি মূল এলাকার?

● (৩) আপিল এলাকা—ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিস্তৃত আপিল এলাকা রয়েছে। **পুনর্বিচার প্রার্থনা করে উচ্চতম আদালতের কাছে আবেদন করাকে আপিল বলে।** প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই সর্বোচ্চ আপিল আদালত আছে। যেমন, ব্রিটেনে লর্ড সভা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্ট সর্বোচ্চ আপিল আদালত। **ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে সর্বোচ্চ আপিল আদালত ছিল প্রিভি কাউন্সিল। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।** ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোনো হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে তিন ধরনের আপিল করা যায় ঃ (ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে; (খ) দেওয়ানি মামলায়; এবং (গ) ফৌজদারি মামলায়। এ ছাড়া বিশেষ অনুমতির মাধ্যমেও শীর্ষ আদালতে আপিল করা সম্ভব।

তিন ধরনের মামলায় আপিল করা যায়

ওই তিন ধরনের আপিল হল—

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যাসম্পর্কিত আপিল। সংবিধানের ১৩২ ধারায় বলা হয়েছে দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য যে-কোনো ধরনের মামলায় হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়, যদি—

সংবিধানের ১৩২ ধারা

(১) হাইকোর্ট ১৩৪ক ধারা বলে এই মর্মে প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট দেয় যে সংশ্লিষ্ট মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে। এবং

(২) হাইকোর্ট সার্টিফিকেট না-দিলেও সুপ্রিমকোর্ট যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে।

(খ) দেওয়ানি মামলায় আপিল। সংবিধানের ১৩৩ ধারায় দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে দুটি পরিস্থিতিতে আপিলের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

(১) মামলার সঙ্গে আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রশ্ন জড়িত থাকলে, এবং

(২) হাইকোর্টের মতে সুপ্রিমকোর্টে প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন হলে।

১৩৩ ধারা

সংবিধানের ত্রিশতম সংশোধনের (১৯৭২) আগে মূল সংবিধানে দেওয়ানি মামলার আপিল সম্পর্কে যে ব্যবস্থা ছিল তা হল, হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে—

৭. Durgadas Basu : Shorter Constitution of India, p. 326.

Scanned with CamScanner

(১) মামলার বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য কমপক্ষে কুড়ি হাজার টাকা অথবা যে পরিমাণ টাকার কথা সংসদ প্রণীত আইনে উল্লিখিত থাকবে সেই পরিমাণ টাকা। এবং

(২) হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশ অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তির দাবিদাওয়া বা প্রশ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

সংবিধানের **ত্রিশতম সংশোধনের (১৯৭২) সাহায্যে দেওয়ানি মামলায় আর্থিক দিকটি বাতিল করে আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার্য হবে বলে স্থির হয়েছে।** ফলে দেওয়ানি মামলায় আপিলের সংখ্যা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

(গ) ফৌজদারি মামলায় আপিল। ফৌজদারি মামলায় আপিল সম্পর্কে সংবিধানের ১৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যাবে, যদি—

(১) হাইকোর্ট কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ পরিবর্তন করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। অর্থাৎ, দায়রা বিচারক (Session Judge) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে মুক্তি দিলেও, হাইকোর্ট যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

(২) হাইকোর্ট কোনো মামলা নিম্ন আদালত থেকে তুলে নিয়ে বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

কিংবা (৩) হাইকোর্ট ১৩৪ক ধারা অনুসারে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে, সংশ্লিষ্ট মামলা সুপ্রিমকোর্টে আপিল করার উপযুক্ত। [আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা জনসাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় বা ন্যায়বিচারের পক্ষে অপরিহার্য কোনো নীতি জড়িত থাকলেই শুধু হাইকোর্ট এই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে।]

সংবিধানের ১৩৪(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকা বা এক্তিয়ার সংসদ আইন-প্রণয়ন করে সম্প্রসারিত করতে পারে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সংসদ **১৯৭০ সালে 'সুপ্রিমকোর্ট (ফৌজদারি এক্তিয়ার সম্প্রসারণ) আইন'** প্রণয়ন করেছে, যাতে হাইকোর্টের সার্টিফিকেট ছাড়াই শীর্ষ আদালতকে দুটি ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলায় আপিল গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্র হল—

(১) কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ পরিবর্তন করে হাইকোর্ট যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন বা অনধিক ১০(দশ) বছরের কারাদণ্ড দেয়। এবং

(২) কোনো মামলা নিম্ন আদালত থেকে তুলে নিয়ে বিচার করে হাইকোর্ট যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন বা কমপক্ষে ১০ (দশ) বছর কারাদণ্ড দেয়।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধানের ১৩৪(১)(ক) ও (খ) ধারা অনুসারে হাই-কোর্টে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং, 'সুপ্রিম কোর্ট (ফৌজদারি এক্তিয়ার সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৭০' অনুসারে, দশ বছর কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সুপ্রিমকোর্টে আপিল করার এই সুযোগ পান।

(ঘ) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল। সংবিধানের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪ ধারায় সুপ্রিমকোর্টকে সাংবিধানিক মামলা এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় আপিল গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংবিধান রচয়িতাদের মনে হয়েছিল যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত মামলা ছাড়াও ভারতের যে-কোনো আদালত বা ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধেও সুপ্রিমকোর্টে আপিলের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সেজন্য সংবিধানের ১৩৬ ধারায় শীর্ষ আদালতকে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল গ্রহণ করার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। **আপিল গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary power) বলা যেতে পারে।**

১৩৬ ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট যে-যে ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল গ্রহণ করতে পারে সেগুলি—

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল করা যেতে পারে?

(i) রায়, ডিক্রি, নির্ধারণ, দণ্ডাজ্ঞা বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল। ১৩২-১৩৪ ধারায় যেসব নিয়মিত আপিলের কথা বলা হয়েছে সেগুলি শুধুমাত্র অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধেই করা যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আপিলের বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। অন্তিম আদেশ না হলেও পারে।

(ii) যে-কোনো মামলা বা মামলার বিষয়ে আপিল। ১৩২-১৩৪ ধারা অনুসারে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মামলা এবং দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় বা মামলার বিষয়ে শীর্ষ আদালতে নিয়মিত আপিল করা যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো মামলা বা বিষয়ের মামলাতেও ১৩৬ ধারা অনুসারে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল করা যায়। যেমন, স্ট্যাম্প আইন, আয়কর আইন, কোম্পানি আইন প্রভৃতি বিষয়ে আপিল ১৩৬ ধারা অনুসারে করা যায়। এই ধারায় আপিলের পরিধিকে ব্যাপক করা হয়েছে। এবং

(iii) যে-কোনো আদালতের আদেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপিল। সংবিধানের যেসব ধারার কথা আগে বলা হয়েছে তাতে শুধু হাইকোর্টের রায়, আদেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধেই আপিল করা যায়। ১৩৬ ধারায় এই ধরনের কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। এই ধারায় কেবলমাত্র সামরিক ন্যায়পীঠ (Military Tribunal) ছাড়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো আদালত বা ন্যায়পীঠের (Tribunal) রায় বা আদেশের বিরুদ্ধেও বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল গ্রহণ করার ক্ষমতা শীর্ষ আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

১৩৬ ধারার ব্যবস্থা

তবে, শীর্ষ আদালতে আপিল করতে চাইলেই আপিল করার সুযোগ ১৩৬ ধারায় দেওয়া হয়নি। এই ধারায় সুপ্রিমকোর্টকে এক বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা শুধু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই ওই আদালত স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করতে পারে। কোন্ ক্ষেত্রে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে তা সুপ্রিমকোর্টই স্থির করে। যেমন, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি না-মানা হলে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১৩৬ ধারা অনুসারে দেওয়ানি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অথবা জনস্বার্থ জড়িত থাকে। ফৌজদারি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে অস্বাভাবিক বা বিশেষ পরিস্থিতি দেখলে, কিংবা গুরুতর প্রকৃতির অন্যায়-অবিচার হয়েছে দেখলে, অথবা যদি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয়, যার জন্য মামলার রায়ের পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে হয়েছে। শীর্ষ আদালত ন্যায়পীঠের রায়ের পুনর্বিচার করতে পারে যদি দেখে যে ন্যায়পীঠ তার সীমানা বা এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছে বা সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার এমনভাবে করেছে যার ফলে গুরুতর অন্যায় হবার সম্ভাবনা আছে বা বিচারের সময় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যা প্রচলিত স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের বিরোধী।

কোন্ কোন্ মামলার ক্ষেত্রে ১৩৬ ধারার প্রয়োগ করা যায়

ইতিমধ্যে বহুক্ষেত্রেই শীর্ষ আদালত বিশেষ অনুমতির সাহায্যে আপিল করতে দিয়েছে। যেমন **ইউনিয়ন কারবাইড কর্পোরেশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলায় (১৯৯১)।** তা ছাড়া, দেশের সব আদালত এবং **ন্যায়পীঠ থেকে** দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা তুলে নিয়ে এসেও সুপ্রিমকোর্ট সেগুলির পুনর্বিচার করে নিষ্পত্তি করেছে।

● **(৪) পরামর্শদান এলাকা**—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মতো ভারতের সংবিধানেও ১৪৩ ধারায় সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শদান এলাকার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিমকোর্টের এই ধরনের এক্তিয়ার নেই। তবে কানাডায় স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেল সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন।

Scanned with CamScanner

১৪৩ ধারা

১৪৩ ধারা অনুসারে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শদানের এক্তিয়ার ব্যবহার করে দুটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিজস্ব অভিমত জানাতে পারে। *প্রথমত,* যদি কোনো সময় রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে, আইন বা তথ্যসংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উঠেছে বা ওঠবার সম্ভাবনা আছে, যার প্রকৃতি ও সর্বজনীন গুরুত্ব এমন যে সে বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত গ্রহণ করা উচিত, সেক্ষেত্রে তিনি তা সুপ্রিমকোর্টের কাছে অভিমতের জন্য পাঠাতে পারেন। এবং উপযুক্ত শুনানির পরে সুপ্রিমকোর্ট সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে [১৪৩(১) ধারা]। তবে ওই ধারা অনুসারে শীর্ষ আদালত পরামর্শ দিতে বা মতামত জানাতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিও সুপ্রিমকোর্টের অভিমত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। সুপ্রিমকোর্টের অভিমত জানাতে অস্বীকার করার উদাহরণ : উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান বলে প্রচারিত স্থানে আগে কোনো মন্দির ছিল কিনা, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৩ সালে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত জানতে চান (Special Reference No. 1 of 1993), কিন্তু শীর্ষ আদালত তা দিতে অস্বীকার করে।

২০০১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ১১ বার নানা বিষয়ে ১৪৩(১) ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের মত জানতে চেয়েছেন। সংবিধান চালু হবার পর ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতি প্রথমবার যে বিষয়ে শীর্ষ আদালতের পরামর্শ চেয়েছিলেন সেটি ১৯১২ সালে রচিত **'দিল্লি বিধি আইনের'** (Delhi Laws Act, 1912) বৈধতা সম্পর্কে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রবর্তিত হবার আগের সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা শীর্ষ আদালত মূল এলাকায় করতে পারে না। তবে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এই ধরনের বিরোধ সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত জানতে চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে বা অভিমত জানাতে বাধ্য [১৪৩(২) ধারা]।

■ **অন্যান্য ক্ষমতা**—ভারতের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টকে আইনের অন্যতম উৎস বলা হয়। সংবিধানের ১৪১ ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের সব আদালতকে সুপ্রিমকোর্টের ঘোষিত আইন অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যা মেনে চলতে হবে। সাধারণভাবে আইন বা বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ১৪১ ধারায় বলা হয়েছে যে, আইন বা বিধির যে ব্যাখ্যা শীর্ষ আদালত করবে, তা দেশের অন্য সব আদালতকে মেনে চলতে হবে। কাজেই, এ কথা বলা যেতে পারে যে, সুপ্রিমকোর্টের ব্যাখ্যা থেকে সৃষ্ট আইনও দেশের আইন।

১৪১ ধারা

○ সুপ্রিমকোর্ট কি নিজের দেওয়া রায়ের পুনর্বিবেচনা করতে পারে?

দেশের শীর্ষ আদালত নিজস্ব আদেশ বা রায়ের পুনর্বিবেচনা করতে পারে কিনা এই প্রশ্নে **'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি বনাম বিহার রাজ্য মামলায় (১৯৫৫)'** সুপ্রিমকোর্ট সিদ্ধান্তে আসে যে, **সুপ্রিমকোর্ট নিজের দেওয়া রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশ জারি করতে পারে।** এরকম আদেশ জারির অনেক উদাহরণও আছে। যেমন, **'গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য' মামলায় (১৯৬৭)** সুপ্রিমকোর্ট **শংকরীপ্রসাদ (১৯৫১) ও সজ্জন সিং মামলার (১৯৬৫)** রায় পুনর্বিবেচনা করে ভিন্ন রায় দিয়েছে। আবার একইভাবে **কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩)** শীর্ষ আদালত পূর্বোক্ত **গোলকনাথ মামলার** রায়ের পুনর্বিবেচনার পর ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

■ **উপসংহার**—উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের সুপ্রিমকোর্টের এলাকা বা এক্তিয়ার খুবই ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, **দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন,**

Scanned with CamScanner